www.banglainternet.com
represents

SUNANU NASAYEE SHARIF

2nd Volume

Imam Abu Abdir Rahman Ahmad Ibn Shoaib An-Nasayee (Rh)

Published by
Islamic Foundation Bangladesh

Part : Uvoy Eid er Salat

كِتَابُ صَلٰوةِ الْعِيْدَايْنِ

অধ্যায় ঃ উভয় ঈদের সালাত

١٥٥٩. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِاَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ قَالَ كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا وَقَدْ اَبْدَلَكُمُ اللّٰهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحٰى *

১৫৫৯. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলিয়াত যুগের অধিবাসীদের জন্য প্রত্যেক বৎসরে দু'টি দিন ছিল, যাতে তারা খেল-তামাশা করত। যখন নবী ﷺ মদীনায় আগমন করলেন তখন তিনি বললেন, তোমাদের জন্য দু'টি দিন ছিল, যাতে তোমরা খেল-তামাশা করতে। এখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য উক্ত দু' দিনের পরিবর্তে তার চেয়েও অধিকতর উত্তম দু'টি দিন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, ঈদুল ফিত্‌রের দিন এবং কুরবানীর দিন।

بَابُ الْخُرُوْجُ اِلَى الْعِيْدَيْنِ مِنَ الْغَدِ

অনুচ্ছেদ ঃ চাঁদ দেখার পরবর্তী দিন ঈদের সালাতের জন্য বের হওয়া

١٥٦٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ، عَنْ اَبِىْ عُمَيْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَّهُ اَنَّ قَوْمًا رَاَوُ الْهِلَالَ فَاَتَوا النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يُّفْطِرُوْا بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَاَنْ يَّخْرُجُوْا اِلَى الْعِيْدِ مِنَ الْغَدِ *

১৫৬০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ উমায়র ইব্‌ন আনাসের চাচাদের থেকে বর্ণিত যে, একদল লোক রমযানের ত্রিংশতম দিনে চাঁদ দেখে নবী ﷺ-এর কাছে আসল। তিনি তাদেরকে পরবর্তী দিনে, দিন উজ্জ্বল হওয়ার পর ইফতার করার এবং ঈগগাহে গমনের নির্দেশ দিলেন।

banglainternet.com

خُرُوْجُ الْعَوَاتِقِ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فِى الْعِيْدَيْنِ

কিশোরী এবং যুবতী নারীদের উভয় ঈদের সালাতে বের হওয়া

١٥٦١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ لاَ تَذْكُرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ قَالَتْ بِاَبَا فَقُلْتُ اَسَمِعْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَتْ نَعَمْ بِاَبَا قَالَ لِيَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضُ وَلْيَشْهَدْ الْعِيْدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلْتَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى *

১৫৬১. আমর ইব্‌ন যুরারাহ (র) - - - - হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে 'আতিয়্যা (রা) আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক, বলা ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে স্মরণ করতেন না। একবার আমি তাকে বললাম, তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এরূপ এরূপ বলতে শুনেছ ? সে বলল হ্যাঁ; তাঁর উপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, কিশোরী, যুবতী এবং ঋতুমতিগণ যেন বের হয়। এবং তারা যেন ঈদগাহ এবং মুসলমানদের দোয়ায় উপস্থিত থাকে আর ঋতুমতিগণ যেন সালাতের স্থান থেকে দূরত্বে অবস্থান করে।

اِعْتِزَالُ الْحُيَّضِ مُصَلَّى النَّاسِ

মানুষের সালাতের স্থান থেকে ঋতুমতিদের দূরত্বে অবস্থান করা

١٥٦٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ لَقِيْتُ اُمَّ عَطِيَّةَ فَقُلْتُ لَهَا هَلْ سَمِعْتِ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَتْ اِذَا ذَكَرَتْهُ قَالَتْ بِاَبَا قَالَ اَخْرِجُوا الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَيَشْهَدْنَ الْعِيْدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ مُصَلَّى النَّاسِ *

১৫৬২. কুতায়বা (র) - - - - মুহাম্মাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মে আতিয়্যা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন ? তিনি যখনই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে স্মরণ করতেন, বলতেন, "আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা কিশোরী এবং যুবতীদেরকে রওয়ানা করে দেবে যাতে তারা ঈদের সালাতে এবং মুসলমানদের দোয়ায় উপস্থিত থাকতে পারে। আর ঋতুমতিগণ যেন মানুষের সালাতের স্থান থেকে দূরত্বে অবস্থান করে।

banglainternet.com

بَابُ الزِّيْنَةِ فِى الْعِيْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ উভয় ঈদের সাজ-সজ্জা

١٥٦٣. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حُلَّةً مِّنْ اِسْتَبْرَقٍ بِالسُّوْقِ فَاَخَذَهَا فَاَتَى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَبْتَعْ هٰذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيْدِ وَالْوَفْدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَّ خَلاَقَ لَهُ اَوْ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَّخَلاَقَ لَهُ فَلَبِثَ عُمَرُ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِجُبَّةِ دِيْبَاجٍ فَاَقْبَلَ بِهَا حَتَّى جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتَ اِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَّنْ لاَّخَلاَقَ لَهُ ثُمَّ اَرْسَلْتَ اِلَىَّ بِهٰذِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعْهَا وَاتُصِبْ بِهَا حَاجَتَكَ *

১৫৬৩. সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) - - - - সালিমের পিতা (আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) একবার বাজারে একজোড়া মোটা রেশমী পোষাক পেলেন। তিনি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সমীপে নিয়ে আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি এটা ক্রয় করে নিন, যাতে ঈদে এবং কোন প্রতিনিধি দল আসলে আপনি তা পরিধান করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, রেশমী পোষাক তাদেরই পোষাক যাদের ভাগ্যে পরকালে রেশমের কোন অংশ নেই অথবা (তিনি বলেছেন) রেশমী পোষাক তারাই পরিধান করবে, যাদের ভাগ্যে পরকালে রেশমের কোন অংশ নেই। উমর (রা) আল্লাহ্ তা'আলার যতদিন ইচ্ছা ছিল অপেক্ষা করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন উমর (রা)-এর কাছে একটি রেশমী জুব্বা পাঠালেন। তিনি তা গ্রহণ করলেন, এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি বলেছিলেন, রেশমী পোষাক তাদেরই পোষাক যাদের ভাগ্যে পরকালে রেশমের কোন অংশ নেই। তা-ই আবার আমার কাছে পাঠালেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তা বিক্রি করে দাও এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থ দ্বারা স্বীয় প্রয়োজন মিটাও।

اَلصَّلٰوةُ قَبْلَ الْاِمَامِ يَوْمَ الْعِيْدِ

ঈদের দিন ইমামের পূর্বে সালাত আদায় করা

banglainternet.com

١٥٦٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ

الْاَشْعَثِ عَنِ الْاَسْوَدِ ابْنِ هِلاَلٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ اَنَّ عَلِيًّا اسْتَخْلَفَ اَبَا مَسْعُوْدٍ عَلَى النَّاسِ فَخَرَجَ يَوْمَ عِيْدٍ فَقَالَ يَااَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ يُصَلَّى قَبْلَ الْاِمَامِ *

১৫৬৪. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - ছা'লাবা ইব্ন যাহ্দাম (র) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা) আবূ মাসঊদ (রা)-কে জনসাধারণের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে ঈদের দিন বের হয়ে গেলেন এবং বললেন, হে লোক সকল! ইমামের পূর্বে সালাত আদায় করা সুন্নাতে নববীতে আওতাভুক্ত নয়।

تَرْكُ الْاَذَانِ لِلْعِيْدَيْنِ

উভয় ঈদের সালাতের জন্য আযান পরিত্যাগ করা

١٥٦٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَآءٍ . عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ عِيْدٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَّ لاَ اِقَامَةٍ *

১৫৬৫. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে ঈদের দিনে সালাত আদায় করলেন খুৎবার পূর্বে আযান এবং ইকামাত ব্যতীত।

اَلْخُطْبَةُ يَوْمَ الْعِيْدِ

ঈদের দিনে খুৎবা পাঠ করা

١٥٦٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا الْبَرَآءُ بْنُ عَازِبٍ عِنْدَ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِىْ الْمَسْجِدِ قَالَ خَطَبَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَانَبْدَأُ بِهِ فِىْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّىَ ثُمَّ نَذْبَحَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لِاَهْلِهِ فَذَبَحَ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ دِيْنَارٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدِىْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اَذْبَحْهَا وَلَنْ تُوْفِىَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ *

banglainternet.com

১৫৬৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন উসমান (র) - - - - বারা ইব্‌ন আযিব (রা) মসজিদের কোন এক খুঁটির নিকট দাঁড়িয়ে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ কুরবানীর দিন খুৎবা দিলেন। তিনি বললেন, আজকের এ দিন আমরা যে কাজ দ্বারা প্রথমে শুরু করব তা হল আমরা সালাত আদায় করব তারপর কুরবানী করব। অতএব যারা অনুরূপ করবে তারা আমাদের সুন্নাত অনুযায়ী করবে। আর যারা সালাতের পূর্বে কুরবানী করবে তা শুধু গোস্তই হবে, যা তাদের পরিবারবর্গের জন্য পূর্বেই যবেহ করে ফেলল (কুরবানী হবে না)। আবু বুরদাহ ইব্‌ন দীনার (রা) সালাতের পূর্বেই যবেহ ফেললেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার কাছে একটি এক বছর বয়সের ছাগলের বাচ্চা আছে যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দু'বছর বয়সের বাচ্চা অপেক্ষাও বেশী হৃষ্টপুষ্ট। তিনি বললেন, তুমি তাই কুরবানী করে দাও। কিন্তু তোমার পরে আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

بَابُ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ উভয় ঈদের খুৎবার পূর্বে সালাত আদায় করা

١٥٦٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَّعُمَرَ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ *

১৫৬৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর এবং উমর (রা) উভয় ঈদের সালাত খুৎবার পূর্বে আদায় করতেন।

بَابُ صَلٰوةُ الْعِيْدَيْنِ اِلَى الْعَنَزَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ লাঠি সম্মুখে রেখে উভয় ঈদের সালাত আদায় করা

١٥٦٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَّافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ الْعَنَزَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحٰى يُرْكِزُهَا فَيُصَلِّىْ اِلَيْهَا *

banglainternet.com

১৫৬৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদুল ফিত্‌র এবং ঈদুল আযহার দিনে একটি লাঠি বের করতেন। তা মাটিতে পুঁতে দিতেন এবং তা সম্মুখে রেখে সালাত আদায় করতেন।

عَدَدُ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ

উভয় ঈদের সালাতে রাকআতের সংখ্যা

١٥٦٩. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ الْاَيَامِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى ذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ صَلٰوةُ الْاَضْحٰى رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ لَيْسَ بِقَصْرٍ عَلٰى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ *

১৫৬৯. ইমরান ইব্‌ন মূসা (র) - - - - উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদুল আযহার সালাত দু'রাকআত, ঈদুল ফিত্‌রের সালাত দু'রাকআত, মুসাফিরের সালাত দু'রাকআত এবং জুমুআর সালাত দু'রাকআতই পরিপূর্ণ; অসম্পূর্ণ নয়, নবী ﷺ -এর ভাষ্য মতে।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الْعِيْدَيْنِ بِقَافٍ وَاقْتَرَبَتْ

অনুচ্ছেদ ঃ উভয় ঈদের সালাতে সূরা "ক্বাফ" এবং "ইকতারাবাত" পাঠ করা

١٥٧٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيْدٍ. عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمَ عِيْدٍ فَسَاَلَ اَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ بِاَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَاُ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ فَقَالَ بِقَافٍ وَاقْتَرَبَتْ *

১৫৭০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মনসূর (র) - - - - উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উমর (রা) ঈদের দিনে বের হলেন এবং আবূ ওয়াকিদ লায়ছী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আজকের দিনে কি কোন সূরা সালাতে তিলাওয়াত করতেন ? তিনি বললেন, সূরা "ক্বাফ" এবং "ইকতারাবাত"।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الْعِيْدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ

banglainternet.com

অনুচ্ছেদ ঃ উভয় ঈদের সালাতে সূরা "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى" এবং "هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ" তিলাওয়াত করা

١٥٧١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْعِيْدَيْنِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ وَرُبَمَا اجْتَمَعَا فِىْ يَوْمٍ وَّاحِدٍ فَيَقْرَأُ بِهِمَا *

১৫৭১. কুতায়বা (র) - - - - নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয় ঈদ এবং জুমুআর সালাতে "সাব্বি হিসমা রাব্বিকাল আ'লা" এবং "হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়া" পাঠ করতেন। কখনো কখনো ঈদ এবং জুমুআ একই দিনে হয়ে যেত। তখনও তিনি উপরোক্ত সূরা দু'টি তিলাওয়াত করতেন।

بَابُ الْخُطْبَةِ فِى الْعِيْدَيْنِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ উভয় ঈদে সালাতের পর খুৎবা দেওয়া

١٥٧٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ اَيُّوْبَ يُخْبِرُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اِنِّىْ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَدَأَ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ *

১৫৭২. মুহাম্মাদ ইব্ন মনসূর (র) - - - - আতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এক ঈদের সালাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুৎবার পূর্বেই সালাত শুরু করে দিলেন, অতঃপর খুৎবা দিলেন।"

١٥٧٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ *

১৫৭৩. কুতায়বা (র) - - - - বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন সালাত আদায়ের পরে আমাদের খুৎবা দিয়েছিলেন।

اَلتَّخْيِيْرُ بَيْنَ الْجُلُوْسِ فِى الْخُطْبَةِ لِلْعِيْدَيْنِ

উভয় ঈদের সালাতের খুৎবা শুনার জন্য বসা ও না বসার ইখতিয়ার

banglainternet.com

١٥٧٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى

قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْعِيْدَ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُقِيْمَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَقْعُدْ *

১৫৭৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সায়িব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ঈদের সালাত আদায় শেষে বললেন, যে চলে যাওয়া ভাল মনে করে সে যেন চলে যায়, আর যে খুৎবা শ্রবণের জন্য অপেক্ষা করা ভাল মনে করে সে যেন অপেক্ষা করে।

اَلزِّيْنَةُ لِلْخُطْبَةِ لِلْعِيْدَيْنِ

উভয় ঈদের খুৎবা দেওয়ার জন্য সাজ-সজ্জা করা

١٥٧٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اِيَادٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ رِمْثَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ اَخْضَرَانِ *

১৫৭৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একবার দেখলাম যে, তিনি খুৎবা দিচ্ছেন সবুজ চাদর পরিহিত অবস্থায়।

اَلْخُطْبَةُ عَلَى الْبَعِيْرِ

উটের পৃষ্ঠে বসা থাকা অবস্থায় খুৎবা দেওয়া

١٥٧٦. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ اَخِيْهِ عَنْ اَبِيْ كَاهِلٍ الْاَحْمَسِيِّ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ وَحَبَشِيٌّ اٰخِذٌ بِخِطَامِ النَّاقَةِ *

১৫৭৬. ইয়া'কূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ কাহেল আহমাসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে উষ্ট্রির পিঠে বসা অবস্থায় খুৎবা দিতে দেখেছি আর এক হাবশী [বিলাল (রা)] উষ্ট্রীর লাগাম ধরে রেখেছিলেন।

قِيَامُ الْاِمَامِ فِى الْخُطْبَةِ

ইমামের দাঁড়িয়ে খুৎবা দেওয়া

banglainternet.com

١٥٧٧. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

سِمَاكٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً ثُمَّ يَقُوْمُ *

১৫৭৭. ইসমাঈল ইব্ন মাসঊদ (র) - - - - সিমাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা) জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। অতঃপর ক্ষণিকের তরে বসতেন, পুনরায় দাঁড়িয়ে যেতেন।

قِيَامُ الْاِمَامِ فِى الْخُطْبَةِ مُتَوَكِّئًا عَلٰى اِنْسَانٍ

ইমামের খুৎবা দেওয়াকালীন কোন মানুষের উপর ভর করে দাঁড়ানো

١٥٧٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلٰوةَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَّلَا اِقَامَةٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلٰى بِلَالٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلٰى طَاعَتِهِ ثُمَّ مَالَ وَمَضٰى اِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَاَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ حَثَّهُنَّ عَلٰى طَاعَتِهِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقْنَ فَاِنَّ اَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ بِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ فَجَعَلْنَ يَنْزِعْنَ قَلَائِدَهُنَّ وَاَقْرَطَهُنَّ وَخَوَاتِيْمَهُنَّ يَقْذِفْنَهُ فِىْ ثَوْبِ بِلَالٍ يَتَصَدَّقْنَ بِهِ *

১৫৭৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ঈদের দিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সালাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আযান ইকামাত ব্যতীতই খুৎবা দেওয়ার পূর্বে সালাত শুরু করে দিলেন। যখন সালাত শেষ করলেন, বিলাল (রা)-এর উপর ভর করে দাঁড়িয়ে গেলেন, আল্লাহ্র প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করলেন, লোকদের ওয়াজ করলেন, তাদের নসীহত করলেন এবং আল্লাহর ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। অতঃপর চেহারা ফিরিয়ে নিলেন এবং নারীদের দিকে গেলেন। তাঁর সাথে বিলাল (রা)-ও ছিলেন। তিনি তাদেরকে আদেশ দিলেন আল্লাহকে ভয় করতে, ওয়াজ করলেন, নসীহত করলেন, আল্লাহ্র প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করলেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন এবং বললেন, তোমরা দান-খয়রাত করবে, যেহেতু তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামের ইন্ধন। তখন নিম্ন

banglainternet.com

শ্রেণীর একজন মহিলা বলে উঠল যার গণ্ডদ্বয়ে হালকা কাল দাগ ছিল, কেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ? তিনি বললেন, তোমরা অত্যধিক গীবত কর এবং স্বামীর নাফরমানী কর। তখন তারা নিজেদের হার, কানের বালী এবং আংটি টেনে টেনে খুলে ফেলতে শুরু করল, যা বিলালের (রা) কাপড়ে ছুঁড়ে মারতে শুরু করল সদকা স্বরূপ।

اِسْتِقْبَالُ الْاِمَامِ بِالنَّاسِ بِوَجْهِهِ فِى الْخُطْبَةِ

খুৎবা পাঠকালীন ইমামের মানুষের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো

١٥٧٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحٰى اِلَى الْمُصَلَّى فَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ فَاِذَا جَلَسَ فِى الثَّانِيَةِ وَسَلَّمَ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ فَاِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يُرِيْدُ اَنْ يَّبْعَثَ بَعْثًا ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ وَاِلاَّ اَمَرَ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ قَالَ تَصَدَّقُوْا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَكَانَ مِنْ اَكْثَرِ مَنْ يَّتَصَدَّقُ النِّسَاءُ *

১৫৭৯. কুতায়বা (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদুল ফিত্‌র এবং ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহের দিকে বের হতেন এবং মানুষদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন। যখন দ্বিতীয় রাকআতে বসতেন এবং সালাম ফিরাতেন। তখন দাঁড়িয়ে যেতেন ও মানুষের দিকে মুখ করে নিতেন আর লোকজন বসা থাকত। যদি তাঁর কোথাও কোন সৈন্য বাহিনী প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিত, তিনি তা মানুষের সামনে প্রকাশ করতেন। অন্যথায় তাদেরকে দান খয়রাতের আদেশ দিতেন। তিনি তিনবার বলতেন, তোমরা দান খয়রাত কর। অধিকাংশ দান খয়রাতকারিণী হত মহিলাগণ।

اَلْاِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ

খুৎবা দেয়ার সময় নীরব থাকা

١٥٨٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ اَنْصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ *

banglainternet.com

১৫৮০. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা এবং হারিছ ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তুমি যদি ইমামের খুৎবা দেয়াকালীন তোমার সাথীকে বল, "নীরব থাক" তা হলে তুমি একটি অনর্থক কাজ করবে।

كَيْفَ الْخُطْبَةُ

খুৎবা কিরূপ ?

١٥٨١. اَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللّٰهُ وَيُثْنِىْ عَلَيْهِ بِمَاهُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ يَقُوْلُ مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ اِنَّ اَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَحْسَنَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ ثُمَّ يَقُوْلُ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَكَانَ اِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ اَحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَاَنَّهُ نَذِيْرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ مَّسَّاكُمْ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلاَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْضِيَاعًا فَاِلَىَّ اَوْ عَلَىَّ وَاَنَا اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ *

১৫৮১. উতবা ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর খুৎবায় বলতেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করতেন। অতঃপর বলতেন مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ اِنَّ اَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَحْسَنَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ (অতঃপর বলতেন ঃ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ (আমি প্রেরিত হয়েছি এমন অবস্থায় যে, আমি ও কিয়ামত এ দু'টি আঙ্গুল তর্জনী ও মধ্যমার মত।) অর্থাৎ আমার পরে প্রেরিত রূপে আর কোন নবী আসবে না। এইভাবে আমি কিয়ামতের নিকটবর্তী নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। আর যখন তিনি কিয়ামতের উল্লেখ করতেন, তাঁর গণ্ডদ্বয়ের উপরিভাগ লাল হয়ে যেত এবং আওয়াজ উচ্চ হয়ে যেত, তাঁর রাগ বেড়ে যেত যেন তিনি কোন সৈন্য বাহিনীকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। তিনি বলতেন, শত্রুবাহিনী তোমাদের উপর সকালে অথবা সন্ধ্যায় আক্রমণ করতে পারে। তারপর বলতেন, যে ব্যক্তি কোন সম্পত্তি ছেড়ে মারা যাবে তা তার পরিবারবর্গের জন্য আর যে

banglainternet.com

ব্যক্তি কোন ঋণ অথবা নিঃসম্বল সন্তান-সন্ততি রেখে মারা যাবে তার সমুদয় দায়-দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে, আর আমিই মুমিনদের জন্য উত্তম অভিভাবক।

حَثُّ الْاِمَامِ عَلَى الصَّدَقَةِ فِى الْخُطْبَةِ

ইমামের খুৎবায় সদকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

١٥٨٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عِيَاضٌ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيْدِ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْطُبُ فَيَامُرُ بِالصَّدَقَةِ فَيَكُوْنُ اَكْثَرَ مَنْ يَّتَصَدَّقُ النِّسَاءُ فَاِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ اَوْ اَرَادَ اَنْ يُّبْعَثَ بَعْثًا تَكَلَّمَ وَاِلاَّ رَجَعَ *

১৫৮২. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদের দিনে বের হতেন এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। অতঃপর খুৎবা দিতেন আর সাদকার আদেশ করতেন, অধিকাংশ সাদকাকারিণী হত মহিলা। যদি তাঁর কোন প্রয়োজন হত অথবা কোথাও কোন সৈন্যবাহিনী প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিত, তাহলে তিনি কথা বলতেন, অন্যথায় ফিরে যেতেন।

١٥٨٣. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنْبَاَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ اَدُّوْا زَكٰوةَ صَوْمِكُمْ فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هٰهُنَا مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قُوْمُوْا اِلَى اِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوْهُمْ فَاِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ اَوْصَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ *

১৫৮৩. আলী ইব্ন হুজ্‌র (র) - - - - হাসান (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন আব্বাস (রা) একবার বসরায় খুৎবা দিচ্ছিলেন, তিনি বললেন, তোমরা স্বীয় সাওমের যাকাত আদায় কর। তখন লোকেরা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল। তিনি বললেন, এখানে মদীনার অধিবাসী কে কে আছ ? তোমরা তোমাদের ভাইদের কাছে যাও এবং তাদের দীনী ইলম শিক্ষা দাও। যেহেতু তারা জানে না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছোট, বড়, আযাদ, গোলাম, পুরুষ এবং মহিলা সবার উপর অর্ধ সা' গম অথবা এক সা' খেজুর এবং যব ফরয করেছেন।

banglainternet.com

١٥٨٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ ثُمَّ قَالَ مَنْ صَلّٰى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ اَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ اِلَى الصَّلٰوةِ عَرَفْتُ اَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَاَكَلْتُ وَاَطْعَمْتُ اَهْلِيْ وَجِيْرَانِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ فَاِنَّ عِنْدِيْ جَذَعَةً خَيْرٌ مِّنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِيْ عَنِّيْ قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِيَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ *

১৫৮৪. কুতায়বা (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিনে আমাদের সামনে সালাতের পরে খুৎবা দিলেন। তারপর বললেন, যে আমাদের সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করবে এবং আমাদের কুরবানীর ন্যায় কুরবানী দেবে সেই সঠিকভাবে কুরবানী দেবে। আর যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে কুরবানী করবে সেটা বকরীর গোশত হবে। আবূ বুরদাহ ইব্ন নিয়ার (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি সালাতের জন্য বের হওয়ার পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি। আমি জানতাম যে, আজ পানাহারের দিন। তাই আমি তাড়াতাড়ি যবেহ করে ফেলেছি এবং আমি নিজে খেয়ে নিলাম এবং আমার পরিবারবর্গ এবং প্রতিবেশীকেও খাওয়ায়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সেটাতো বকরীর গোশত। আবূ বুরদাহ (রা) বললেন, আমার কাছে একটি এক বছর বয়সের ভেড়া আছে যাতে দু'টি বকরীর গোশত অপেক্ষাও বেশী গোশত হবে। তা কি আমার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ; কিন্তু তোমার পরে আর কারো পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে না।

اَلْقَصْدُ فِى الْخُطْبَةِ

পরিমিতরূপে খুৎবা পাঠ করা

١٥٨٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَتْ صَلٰوتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا *

banglainternet.com

১৫৮৫. কুতায়বা (র) - - - - জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করতাম, তাঁর সালাত ছিল পরিমিত, তাঁর খুৎবা ছিল পরিমিত।

اَلْجُلُوْسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَالسُّكُوْتُ فِيْهِ

খুৎবার মাঝখানে বসা এবং তাতে নীরব থাকা

١٥٨٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لاَيَتَكَلَّمُ فِيْهَا ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ خُطْبَةً اُخْرٰى فَمَنْ خَبَّرَكَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ قَاعِدًا فَلاَ تُصَدِّقْهُ *

১৫৮৬. কুতায়বা (র) - - - - জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখলাম যে, তিনি দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছেন। অতঃপর ক্ষণিকের তরে নীরব হয়ে বসলেন। পুনরায় দাঁড়ালেন ও দ্বিতীয় খুৎবা দিলেন। অতএব, যে ব্যক্তি তোমাকে সংবাদ দেয় যে, নবী ﷺ বসে খুৎবা দিয়েছেন তুমি তাকে সত্যবাদী মনে করবে না।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَالذِّكْرِ فِيْهَا

দ্বিতীয় খুৎবায় আয়াত পাঠ করা এবং তাতে যিক্‌র করা

١٥٨٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ وَيَقْرَاُ اٰيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللّٰهَ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَصَلٰوتُهُ قَصْدًا *

১৫৮৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) - - - - জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন, অতঃপর বসতেন, আবার দাঁড়াতেন এবং কিছু আয়াত পাঠ করতেন এবং আল্লাহ্‌র যিক্‌র করতেন। আর তাঁর খুৎবা ছিল পরিমিত এবং তাঁর সালাতও ছিল পরিমিত।

نُزُوْلُ الْاِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ

ইমামের খুৎবা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বে মিম্বার থেকে অবতরণ করা

١٥٨٨. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ تُمَيْلَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ

banglainternet.com

يَخْطُبُ اِذْ اَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ اَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَنَزَلَ وَحَمَلَهُمَا فَقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ رَاَيْتُ هٰذَيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فِيْ قَمِيْصِهِمَا فَلَمْ اَصْبِرْ حَتّٰى نَزَلْتُ فَحَمَلْتُهُمَا *

১৫৮৮. ইয়া'কূব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - বুরাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন, ইত্যবসরে হাসান ও হুসায়ন (রা) আসলেন, তাঁদের পরিধানে দুটি লাল জামা ছিল। তাঁরা চলছিলেন এবং জামায় আটকে আটকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নীচে নেমে আসলেন এবং উভয়কে উঠিয়ে নিলেন আর বললেন, আল্লাহ তা'আলা সত্যই বলেছেন, "নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা স্বরূপ; আমি এদের দেখলাম যে, এরা চলছিল এবং হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল জামায় আটকে আটকে। তখন আমি ধৈর্যধারণ করতে পারলাম না। অবশেষে নীচে নেমে আসলাম এবং তাদের উঠিয়ে নিলাম।

مَوْعِظَةُ الْاِمَامِ النِّسَاءَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْخُطْبَةِ وَحَثُّهُنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ

ইমামের খুৎবা থেকে অবসর হওয়ার পর মহিলাদের নসীহত করা এবং তাদের সদকার জন্য উদ্বুদ্ধ করা

١٥٨٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ شَهِدْتُ الْخُرُوْجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلاَ مَكَانِيْ مِنْهُ مَاشَهِدْتُهُ يَعْنِيْ مِنْ صِغَرِهِ اَتَى الْعَلَمَ الَّذِيْ عِنْدَ دَارِ كَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ اَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُهْوِيْ بِيَدِهَا اِلٰى حَلَقِهَا تُلْقِيْ فِيْ ثَوْبِ بِلاَلٍ *

১৫৮৯. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্ন আবিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে শুনেছি যে, তাঁকে এক ব্যক্তি বলল, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হওয়ার সময় তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি তাঁর কাছে আমার কোন মর্যাদা না থাকত, আমি তাঁর কাছে উপস্থিত থাকতে পারতাম না। অর্থাৎ তাঁর অল্প বয়স্ক হওয়ার দরুন। তিনি কাছীর ইব্ন সাল্‌ত-এর বাড়ীর নিকটস্থ চিহ্নিত স্থানে আসলেন এবং সালাত আদায় করলেন ও খুৎবা দিলেন। অতঃপর

banglainternet.com

মহিলাদের কাছে এসে তাদের ওয়াজ নসীহত করলেন এবং সাদকার আদেশ দিলেন। তখন মহিলারা তাদের হস্তসমূহ স্বীয় অলংকারাদির দিকে নিয়ে গেল তারা তা বিলাল (রা)-এর কাপড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল।

اَلصَّلٰوةُ قَبْلَ الْعِيْدَيْنِ وَبَعْدَهَا

উভয় ঈদের সালাতের পূর্বে এবং পরে সালাত আদায় করা

١٥٩٠. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا *

১৫৯০. আব্দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ আশাজ্জ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ঈদের দিনে বের হলেন এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। তার পূর্বে কোন সালাত আদায় করেন নি এবং তার পরেও (ঈদগাহে) কোন সালাত আদায় করেন নি।

ذَبْحُ الْاِمَامِ يَوْمَ الْعِيْدِ وَعَدَدُ مَا يُذْبَحُ

ঈদের দিন ইমামের যবেহ করা এবং যবেহ করা পশুর সংখ্যা

١٥٩١. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اَضْحٰى وَانْكَفَاَ اِلٰى كَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا *

১৫৯১. ইসমাঈল ইব্ন মাসঊদ (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিনে আমাদের সামনে খুৎবা দিলেন এবং দু'টি সুন্দর (সাদা) ভেড়ার কাছে গিয়ে সেগুলোকে যবেহ করলেন।

١٥٩٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَّافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَذْبَحُ اَوْيَنْحَرُ بِالْمُصَلّٰى *

banglainternet.com

১৫৯২. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - নাফি (রা) থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদগাহে যবেহ অথবা নহর করতেন।

اِجْتِمَاعُ الْعِيْدَيْنِ وَشُهُوْدُهُمَا

দুই ঈদ একত্রিত হয়ে যাওয়া এবং দুই ঈদ পাওয়া

١٥٩٣. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قُلْتُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَعَمْ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ وَاِذَا اجْتَمَعَ الْجُمُعَةُ وَالْعِيْدُ فِىْ يَوْمٍ قَرَاَبِهِمَا *

১৫৯৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুদামাহ (র) - - - - নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমুআ এবং ঈদের সালাতে "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" এবং "হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়াহ" পড়তেন আর যখন জুমুআ এবং ঈদ একই দিনে হয়ে যেত তখন জুমুআ এবং ঈদের সালাত উক্ত সূরা দু'টি দ্বারা আদায় করতেন।

اَلرُّخْصَةُ فِى التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْعِيْدَ

যে ব্যক্তি ঈদের সালাতে উপস্থিত থেকেছে তার জন্য জুমুআর সালাতে উপস্থিত না থাকার অনুমতি

١٥٩٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِيَاسِ بْنِ اَبِىْ رَمْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ سَاَلَ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِيْدَيْنِ قَالَ نَعَمْ صَلَّى الْعِيْدَ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ رَخَّصَ فِى الْجُمُعَةِ *

১৫৯৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইয়াস ইব্‌ন আবূ রমলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়া (রা)-কে যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা)-কে প্রশ্ন করতে শুনেছি, "আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ঈদ এবং জুমুআর সালাতে শরীক ছিলেন ?" তিনি বললেন, হ্যাঁ; তিনি ঈদের সালাত দিনের শুরুতে আদায় করে ফেলেছিলেন। অতঃপর (গ্রামের অধিবাসীদেরকে) জুমুআর সালাতে উপস্থিত না হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।[১]

banglainternet.com

١٥٩٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ

১. হানাফী আইন শাস্ত্রবিদদের মতে জুমুআর দিনে ঈদে হলে জুমুআর সালাতও পড়তে হবে।

بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ اجْتَمَعَ عِيْدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَاَخَّرَ الْخُرُوْجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَاَطَالَ الْخُطْبَةَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ اَصَابَ السُّنَّةَ *

১৫৯৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - ওয়াহাব ইব্ন কায়সান (রা) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন যুবায়র (রা)-এর যুগে একবার ঈদ এবং জুমুআ একত্রিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি সূর্য উপরে না উঠা পর্যন্ত ঈদের সালাত আদায় করার জন্য বের হতে বিলম্ব করলেন। অতঃপর বের হলেন এবং খুৎবা দিলেন এবং খুৎবাকে দীর্ঘ করলেন, তারপর নীচে অবতরণ করলেন এবং সালাত আদায় করলেন। আর সেদিন লোকদের নিয়ে জুমুআর সালাত আদায় করলেন না। এ ঘটনা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সমীপে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, তিনি সুন্নাত মতই করেছেন।

ضَرْبُ الدَّفِّ يَوْمَ الْعِيْدِ

ঈদের দিনে দফ্ বাজানো

١٥٩٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تَضْرِبَانِ بِدَفَّيْنِ فَانْتَهَرَهُمَا اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ دَعْهُنَّ فَاِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا *

১৫৯৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন তাঁর কাছে গেলেন, তখন তাঁর সামনে দুইটি বালিকা দফ্ বাজাচ্ছিল। আবূ বকর (রা) তাদের নিষেধ করলেন। নবী ﷺ বললেন, তাদের নিষেধ করো না। কেননা প্রত্যেক জাতির জন্যই একটি আনন্দ স্ফূর্তির দিন থাকে।

اَللَّعِبُ بَيْنَ يَدَىِ الْاِمَامِ يَوْمَ الْعِيْدِ

ঈদের দিনে ইমামের সম্মুখে খেলাধূলা করা

١٥٩٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ السُّوْدَانُ يَلْعَبُوْنَ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فَدَعَانِىْ فَكُنْتُ

banglainternet.com

اَطَّلِعُ اِلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ عَاتِقِهِ فَمَا زِلْتُ اَنْظُرُ اِلَيْهِمْ حَتَّى كُنْتُ اَنَا الَّتِى انْصَرَفْتُ *

১৫৯৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়েকজন হাবশী এসে ঈদের দিনে নবী ﷺ-এর সম্মুখে খেলাধূলা করতে লাগল। তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি নবী ﷺ-এর কাঁধের দিয়ে তাদের দিকে দেখতে লাগলাম। আমি তাদের দিকে নিজে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত দেখতেই ছিলাম।

اَللَّعِبُ فِى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْعِيْدِ وَنَظْرُ النِّسَاءِ اِلَى ذٰلِكَ

ঈদের দিনে মসজিদে খেলাধূলা করা এবং মহিলাদের সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া

١٥٩٨. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتُرُنِىْ بِرِدَائِهِ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَى الْحَبْشَةِ يَلْعَبُوْنَ فِى الْمَسْجِدِ حَتَّى اَكُوْنَ اَنَا اَسْأَمُ فَاقْدُرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ الْحَرِيْصَةِ عَلَى اللَّهْوِ *

১৫৯৮. আলী ইব্‌ন খাশরাম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি তিনি আমাকে তাঁর চাদর দ্বারা ঢেকে রাখতেন যখন আমি হাবশীদের (নিগ্রো) দিকে নিজে ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত দেখতে থাকতাম। তারা মসজিদে খেলাধূলা করত। এখন তোমরা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে খেলাধূলায় আগ্রহী অল্প বয়স্কা বালিকাদের কতটুকু মর্যাদা ছিল তা আন্দাজ করতে পারো।

١٥٩٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسى قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ عُمَرَ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ فِى الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُمْ يَاعُمَرَ فَاِنَّمَاهُمْ يَعْنِىْ بَنُوْ اَرْفِدَةَ *

১৫৯৯. ইসহাক ইব্‌ন মূসা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন হাবশীরা (নিগ্রো) মসজিদে খেলাধূলা করছিল। তিনি তাদের ধমকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে উমর (রা)! তাদের ছেড়ে দাও, কেননা তারা আরফিদার বংশধর (হাবশী)। (আরফিদা তাদের উর্ধ্বতন পুরুষের নাম)।

banglainternet.com

اَلرُّخْصَةُ فِى الْاِسْتِمَاعِ اِلَى الْغِنَاءِ وَضَرْبِ الدُّفِّ يَوْمَ الْعِيْدِ

ঈদের দিন কবিতা শ্রবণ এবং দফ্ বাজানোর অনুমতি

١٦٠٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ اَبَابَكْرِ الصِّدِّيْقَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تَضْرِبَانِ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّيَانِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُسَجًّى بِثَوْبِهِ وَقَالَ مَرَّةً اُخْرٰى مُتَسَجٍّ ثَوْبَهُ فَرَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَااَبَا بَكْرٍ اِنَّهَا اَيَّامُ عِيْدٍ وَهُنَّ اَيَّامُ مِنًى وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِيْنَةِ *

১৬০০. আহমাদ ইব্ন হাফ্স (র) - - - - উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) তাঁকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) একবার তাঁর কাছে গেলেন, তখন তাঁর কাছে দু'টি বালিকা দফ্ বাজাচ্ছিল এবং উচ্চস্বরে কবিতা আবৃত্তি করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাপড় মুড়ি দিয়ে ছিলেন। আর একবার বর্ণনা করেছেন, কাপড় আবৃত ছিলেন। তিনি আপন চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে নিয়ে বললেন, হে আবূ বকর (রা)! তাদের ছেড়ে দাও, আর তা ছিল ঈদুল আযহার দিন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন সে দিন মদীনায়।

banglainternet.com